তপশিল-''ক''

পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স

জেলা-সিরাজগঞ্জ।

কনফারেন্স নম্বর ঃ ০৩ ; সাল ঃ ২০২২ খ্রিঃ তারিখ ঃ ২৭/০৮/২০২২ খ্রি.।

কনফারেন্স অনুষ্ঠান স্থল ঃ শহীদ সোহেল আহম্মেদ-জগন্নাথ পাঁড়ে স্মৃতি সম্মেলন কক্ষ, জেলা জজ আদালত ভবন।

সময় ঃ সকাল ১০ ঃ ০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০১ ঃ ০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

কনফারেন্স প্রতিবেদন

১. কনফারেন্স এর আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ পূর্বক পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা হিসাবে জনাব গোলাম রব্বানী, বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শাহজাদপুর চৌকি আদালত, সিরাজগঞ্জ এর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান এবং সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্যের পর বিষয় ভিত্তিক উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বশেষ সভার কার্য বিবরণী অনুমোদন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বিগত সভার কার্য বিবরণীতে উল্লেখিত বেশ কিছু মামলার বিষয়ে সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে এবং বাকী মামলাগুলোর বিষয়ে অগ্রগতি হচ্ছে মর্মে উপস্থিত সংশ্লিষ্টগণ উল্লেখ করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন।

ক্রমিক-ক এজেন্ডা — সমন/গ্রেফতারী পরোয়ানা/হুলিয়া ও ক্রোকি পরোয়ানা এবং পারিবারিক মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানা ও ওয়ারেন্ট অব লেভি তামিল প্রসঙ্গে।

আলোচনা	বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নিকট যে তথ্য কনফারেন্সে উপস্থাপনের জন্য চাওয়া হয়েছিল তা বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থাপন করেন। উক্ত ছকের বাইরেও যে সমস্ত মামলার সমন, ওয়ারেন্ট এবং পিএন্ডএ এবং পারিবারিক মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানা ও ওয়ারেন্ট অব লেভি তামিলের জন্য রয়েছে সে সমস্ত মামলায় প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং ডব্লিউ/এ তামিলে ব্যর্থতায় দ্রুত ঘউজ দাখিলের জন্য সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে নির্দেশ প্রদান করেন। যে সমস্ত পারিবারিক মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানা ও ওয়ারেন্ট অব লেভি তামিলের জন্য মুলতবী রয়েছে সেগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ তামিল হয়ে আদালতে রিপোর্ট আসে না। আদালত হতে ডব্লিউ/এ প্রেরণ করা হলে সেগুলো তামিল হয় না কিন্তু সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হলে সাজা পরোয়ানা তামিল

	হয়। উক্ত বিষয়গুলো দ্রুত কার্যকর করার জন্য তিনি বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত, কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান।
সিদ্ধান্ত	বিভিন্ন থানার অফিসার ইনচার্জবৃন্দ থানায় মূলতবি থাকা সমন, ওয়ারেন্ট এবং পিএন্ডও এবং পারিবারিক মামলার সাজা পরোয়ানা ও ওয়ারেন্ট অব লেভি দ্রুত তামিল করবেন এবং তামিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আদালতে NER দাখিল করবেন।

ক্রমিক-খ এজেন্ডা — পুলিশ কর্তৃক মামলায় সাক্ষী উপস্থিত করণ প্রসঙ্গে।

আলোচনা	এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় সাক্ষীর উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে। বিভিন্ন আদালত পর্যায়ক্রমে নতুনভাবে সাক্ষীর সমন ইস্যু করছেন এবং সাক্ষীর উপস্থিতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে আলোচকবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন থানার অফিসার ইনচার্জবৃন্দ তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তারা সাক্ষী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সচেষ্ট রয়েছেন। বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষী উপস্থাপনের ব্যাপারে আরো সজাগ হওয়ার জন্য বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট তারিখে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থিত করতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। চার্জশীটে আবশ্যিকভাবে সকল সাক্ষীদের মোবাইল নম্বর উল্লেখ করার এবং এর অন্যথা করা হলে চার্জশীট গ্রহণ না করার বিষয়ে সজাগ থাকার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মোঃ নুর আলম সিদ্দিকী তার বক্তব্য উল্লেখ করেন যে, সাক্ষী উপস্থাপনের জন্য পুলিশ সুপার কার্যালয় সদা তৎপর রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সাক্ষী উপস্থাপনের হার আরো বৃদ্ধি পাবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
সিদ্ধান্ত	থানার অফিসার ইনচার্জবৃন্দ সাক্ষী উপস্থাপনের বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখবেন এবং চার্জশীটে সকল সাক্ষীদের মোবাইল নম্বর যাতে উল্লেখ থাকে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ক্রমিক-গ এজেন্ডা	সাক্ষী, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং আদালতের নিরাপত্তা বিধান প্রসঙ্গে।
আলোচনা	কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে উল্লেখ করেন যে, আদালতে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যগণ সাক্ষী, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং আদালতের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট রয়েছেন। নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য ঝুকির বিষয় বিবেচনায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে আদালত চত্বরে ভ্রাম্যমান দোকান বসতে দেয়া হচ্ছে না মর্মেও তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।
সিদ্ধান্ত	আদালতে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যগণ সাক্ষী, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং আদালতের নিরাপত্তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।

ক্রমিক-ঘ এজেন্ডা	মালখানা হতে সময়মত আলামত আদালতে উপস্থাপন এবং বিচারাধীন আসামীদের জেল হাজত হতে আদালতে সময়মত উপস্থিত করণ প্রসঙ্গে।
আলোচনা	এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন প্রামানিক উল্লেখ করেন যে, পূর্বের চেয়ে এখন আদালতে আলামত বেশি উপস্থাপন করা হচ্ছে। আলামত আদালতে উপস্থাপন সন্তোষজনক। নিয়মিত আলামত ধ্বংস করা হচ্ছে। মালখানায় আলামতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আলামত সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি ভবিষ্যতে যাতে সঠিক আলামত আদালতে উপস্থাপিত হয় সে বিষয়ে আরো সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে মর্মে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। মালখানায় যে অর্থ জমা আছে তা দ্রুত সময়ের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিষয়ে তিনি বক্তব্য উল্লেখ করেন। উপস্থিত বিচারকবৃন্দ তাদের আদালতে বর্তমানে মালখানা হতে সময়মত আলামত উপস্থাপন করা হচ্ছে মর্মে তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন। বিচারধীন মামলায় অধিক পরিমাণে আলামত থাকলে তা সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতিক্রমে ধ্বংস করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক-কে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং মালখানার অফিসারকে আরও সচেনতন হওয়ার বিষয়ে তাগিদ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত	মালখানা হতে সময়মত আলামত আদালতে উপস্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আসামীদের সময়মত জেল হাজত হতে আদালতে উপস্থিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

ক্রমিক-৬ এজেন্ডা মামলায় জব্দকৃত আলামতের নিস্পত্তি/ধ্বংস/নিলাম বিক্রয় বিষয় প্রসঙ্গে।

আলোচনা	বিভিন্ন মামলায় জব্দকৃত আলামত আদালতের আদেশ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে নিস্পত্তি/ধ্বংস/নিলাম করা হচ্ছে মর্মে মালখানা অফিসার সভায় উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে এ বিষয়ে বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন মামলায় জব্দকৃত আলামত আদালতের আদেশ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে নিস্পত্তি/ধ্বংস/নিলাম কার্যক্রম অনুষ্ঠানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মামলায় জব্দকৃত আলামত আদালতের আদেশ অনুযায়ী নিস্পত্তি/ধ্বংস/নিলাম করছে। মালখানায় জমাকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে নিয়মিত জমা প্রদান করা হচ্ছে। কোন থানায় নিস্পত্তিযোগ্য আলামত থাকলে এবং তা নিস্পত্তির জন্য আবেদন পাওয়া গেলে আলামতগুলি দ্রুত নিস্পত্তি করা হবে মর্মে বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তিনি তার বক্তব্যে তদন্তাধীন অবস্থায়/জিডি মামলায় যে সকল আলামত জব্দ রয়েছে সেসব আলামত নিস্পত্তির ব্যাপারে তৎপর হওয়ার জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।
সিদ্ধান্ত	আলামত নিস্পত্তির বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

ক্রমিক-চ এজেন্ডা	পুলিশ রিমান্ড এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের ক্ষেত্রে আপীল , বিভাগের নির্দেশনা প্রতিপালন হচ্ছে কিনা তা তদারকি প্রসঙ্গে।

আলোচনা	রিমান্ডে নেয়া আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষেত্রে এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের ক্ষেত্রে আপীল বিভাগের নির্দেশনা যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে মর্মে বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন। পুলিশ রিমান্ড এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের ক্ষেত্রে আপীল বিভাগের নির্দেশনার ব্যত্যয় সংক্রান্ত কোন তথ্য গোচরিভূত হয়নি। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন হলে বা তদন্ত সংস্থা পরিবর্তন হলে পূর্বে রিমান্ডে নেয়া আসামীকে বিশেষ ক্ষেত্রে পূনরায় রিমান্ডের আবেদন করা হলে তা ইতিবাচকভাবে বিবেচনার জন্য বিভিন্ন তদন্ত সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অনুরোধ করেন। যে সমস্ত আসামীদের আদালত রিমান্ডের আদেশ প্রদান করেন তাদেরকে বিকালের দিকে কারাগার হতে গ্রহণের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা গেলে কারাগারের দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এ ক্ষেত্রে বিকাল ৩.০০ ঘটিকার আগে আসামীদের নেয়ার জন্য জেল সুপার, সিরাজগঞ্জ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন।
সিদ্ধান্ত	পুলিশ রিমান্ড এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের ক্ষেত্রে আপীল বিভাগের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

ক্রমিক-ছ এজেন্ডা	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলার ভিকটিমের ডাক্তারী পরীক্ষা প্রসঙ্গে।

আলোচনা	বিগত কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলার ভিকটিমের ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য ভিকটিমকে সরাসরি সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে পরীক্ষা করার নিয়ম চালু হওয়ায় ভিকটিমের ডাক্তারী পরীক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা দূর হয়েছে মর্মে বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন।
সিদ্ধান্ত	ভিকটিমকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য সরাসরি সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করার বর্তমান নিয়ম অব্যাহত রাখতে হবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভিকটিমের ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হবে।

ক্রমিক-জ এজেন্ডা	সময়মত মেডিকেল সার্টিফিকেট/ময়না তদন্ত প্রতিবেদন/ফরেনসিক/ভিসেরা রিপোর্ট প্রাপ্তি প্রসঙ্গে।
আলোচনা	মেডিকেল সার্টিফিকেট/ময়না তদন্ত প্রতিবেদন/ফরেনসিক/ভিসেরা রিপোর্ট সময়মত না পাওয়ার কারণে অনেক মামলার তদন্ত মূলতবি রয়েছে মর্মে অফিসার ইনচার্জবৃন্দ তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ১০ (দশ) দিনের মধ্যে ময়না তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দিলেও তা সময়মত দেয়া হচ্ছেনা মর্মে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি সভায় আলোচিত হয় যে এখনো কিছু কিছু মামলায় পক্ষদের মাধ্যমে আদালতে কিংবা থানায় জখমি সনদ হাতে হাতে দাখিল করা হচ্ছে। জখমি সনদ প্রদানে অনিয়মের কারণে ন্যায় বিচার ব্যাহত হয় মর্মে আলোচনায় অংশ নিয়ে সিরাজগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। জখমি সনদ পক্ষদের হাতে যাতে সরাসরি প্রদান না করা হয় সে বিষয়ে এবং শুধুমাত্র তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান ও আদালতের চাহিদা অনুযায়ী যাতে জখমি সনদ প্রদান করা হয় সে বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহবান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	বিধি মোতাবেক জখমি সনদ/ময়না তদন্ত প্রতিবেদন/ফরেনসিক/ভিসেরা রিপোর্ট প্রাপ্তির বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ এবং সিভিল সার্জন, সিরাজগঞ্জ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২. যে সকল মামলায় পুলিশকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে, সেই সকল মামলার নম্বর সহ কী অনুরোধ করা হয়েছে তা	সভায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ আমলী ও বিচারিক আদালতে মুলতবি থাকা পুরাতন মামলার বিষয়ে আলোচনা করেন। (১) সিরাজগঞ্জ সদর থানার মুলতবি থাকা জি.আর ৭২২/২০১৩ (সদর), জি.আর-১৮৩/২০ (সিরাজ), জি.আর ৫৮/১৯ (সিরাজ), পিটিশন ৬৩/১৮

উল্লেখ করুন	(সিরাজ) মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ সদর থানাকে; (২) শাহজাদপুর থানার মুলতবি থাকা জি.আর ১৫/২০১৫ (শাহ), জি.আর ৪২২/২০১৬ (শাহ), জি.আর ২০০/২০১৬ (শাহ), জি.আর ১৬৪/২০১০ (শাহ), জি.আর-১৯১/২০১৫ (শাহ) জন্য মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শাহজাদপুর থানাকে; (৩) রায়গঞ্জ থানার মুলতবী থাকা জি.আর ৪৬/২১ (রায়); জি.আর ৯৫/২০১৭ (রায়), জি.আর ১৩৪/২০১৭ (রায়), পিটিশন-১২৬/২০ (রায়), পিটিশন-৫৭/২১ (রায়), জি.আর-৯৬/২০ (রায়), জি.আর-৭৬/২০ (রায়) মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রায়গঞ্জ থানাকে; (৪) বেলকুচি থানার মুলতবী থাকা জি.আর ১৯০/২০১৭ (বেল), জি.আর ১৬১/১৭ (বেল), জি.আর ২৩৭/২০১৮ (বেল), জি.আর ১২০/২০১৬ (বেল), জি.আর ১৯৯/১৬ (বেল), জি.আর ১৩৭/১৫ (বেল), জি.আর ১৮১/১৫ (বেল), জি.আর ৩৯/১৪ (বেল), জি.আর-৬০/১৬ (বেল), সি.আর ১৬৮/২০২১ (বেল), সি.আর ৬৬/২০২২ (বেল), সি.আর ৪৫/২০২২ (বেল), পিটিশন-১১/১৯ (বেল) মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বেলকুচি থানাকে; (৫) উল্লাপাড়া থানার মুলতবী থাকা জি.আর ১৯০/২০১৯ (উল্লা), জি.আর ৩৮০/২০১৩ (উল্লা), জি.আর ২৯১/১৩ (উল্লা), জি.আর ২৯৬/১৪ (উল্লা) , জি.আর ১৪/১৭ (উল্লাপাড়া) মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া থানাকে; (৬) কামারখন্দ থানার মুলতবি থাকা পিটিশন ৩৫/২০২০ (কামার), সি.আর ৪৩/২০ (কামার), জি.আর ১০/১৩ (কামার) মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কামারখন্দ থানাকে; (৭) তাড়াশ থানার মুলতবি থাকা জি.আর-১২৭/১৫ (তাড়াশ) মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তাড়াশ থানাকে; (৮) কাজিপুর থানার মুলতবি থাকা জি.আর-১২৩/১৬ (কাজিপুর), জি.আর-৯০/২০ (কাজিপুর), জি.আর-৯১/২০ (কাজিপুর), সি.আর-৫১/২০ (কাজিপুর),

	মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কাজিপুর থানাকে: , (৯) পি.বি.আই এর নিকট তদন্তাধীন পিটিশন-৬৪/২১ (তাড়াশ); জি.আর ০৫/২০১৮(তাড়াশ); জি.আর ১৭৮/২০১৯ (তাড়াশ); পিটিশন-১২১/২১ (সলংগা); পিটিশন-১৩২/২০ (রায়গঞ্জ); জি.আর-৩১৭/২০ (সলংগা); জি.আর-৯৭/১৭ (সলংগা); জি.আর-০৯/১৮ (সলংগা); জি.আর ৭৪/২০১৮ (সলংগা); জি.আর ৩২৯/২০২০ (সলংগা); জি.আর ৪৮/২০১৮ (সলংগা); জি.আর ২৩৪/২০২০ (সলংগা); জি.আর ৪১/২০২০ (রায়); জি.আর ১২৩/২০১৩ (রায়); জি.আর ৯৩/২০২০ (রায়); জি.আর ৭৬/২০২১ (রায়); জি.আর ১৯৮/২০২১ (রায়); জি.আর ০৪/২০১৭ (শাহ); জি.আর ৭২/১৩ (শাহ) মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ সুপার, পি.বি.আই, সিরাজগঞ্জ-কে; (১০) সি.আই.ডি এর নিকট তদন্তাধীন জি.আর ৩১৭/২০২০ (সলঙ্গা), জি.আর ০১/২০২০ (রায়), জি.আর ১৯৮/২০২১ (রায়), জি.আর ৫৭/২১ (রায়), পিটিশন-৫৮/১৬ (উল্লা), জি.আর-১৬১/১৯ (উল্লা).জি.আর-১২১/২১ (উল্লা) মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ সুপার, সি.আই.ডি, সিরাজগঞ্জ-কে (১১) ডি.বি এর নিকট তদন্তাধীন জি.আর ১১৩/২০২১ (তাড়াশ) মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ডি.বি-কে অনুরোধ জানানো হয়।

৩. যে সকল মামলায় সিভিল সার্জনকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে, সেই সকল মামলার নম্বর সহ কি অনুরোধ করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন	

৪. অন্য কোনো বিষয় কনফারেন্সে আলোচনা হয়ে থাকলে আলোচনার ফলাফলসহ উল্লেখ করুনঃ	আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মোঃ নুর আলম সিদ্দিকী বলেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা অবসরে গেলেও তাকে আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। উক্ত সাক্ষীদের আদালতে উপস্থাপনের জন্য তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সময়ে মাদকের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। মাদক একটি সামাজিক ব্যাধি যা সকলের সহযোগীতায় নির্মূল সম্ভব। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ মোবারক হোসেন বলেন, আইনজীবীর মাধ্যমে এফিডেভিট/হলফনামায় মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে বাল্য বিবাহ বেড়ে চলেছে। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে। বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন প্রামানিক বলেন, মাদক মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির বিষয়ে আদালতের বিচারকগণ সচেষ্ট আছেন। মাদক নির্মূলে তিনি সকলের পারস্পরিক সহযোগিতা কামনা করেন। বাল্য বিবাহ রোধে তিনি সবাইকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান এবং এ বিষয়ে গণমাধ্যম বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে মর্মে সভাপতি, প্রেসক্লাব, সিরাজগঞ্জ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শাহজাদপুর চৌকি আদালতে জেলখানা হতে নিয়মিত আসামী উপস্থাপণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেল সুপার, সিরাজগঞ্জ এর প্রতিও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার বিধান মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন প্রামানিক, বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সিরাজগঞ্জ সমাপনী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সিরাজগঞ্জ জেলায় পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসী এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রয়েছে। তিনি একটি সুন্দর, সুষ্ঠু এবং গতিশীল বিচার বিভাগ গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। পরিশেষে সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৫. সর্বশেষ অনুষ্ঠিত কনফারেন্স এর নম্বর ও অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখঃ	সর্বশেষ কনফারেন্স এর নম্বর-০২। অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ-২৪/০৬/২০২২ খ্রি.।
ফোকাল পার্সন এর নাম, পদবী ও পরিচিতি নম্বর	নাম ঃ কে এম শাহরিয়ার শহীদ বাপ্পী পদবী ঃ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২ সিরাজগঞ্জ। পরিচিতি নম্বরঃ ৭৪ তম-৯ম বিজেএস (গ্রেডেশন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়)
সিজেএম নাম ও পরিচিতি নম্বর	নাম ঃ মোঃ শাহাদৎ হোসেন প্রামানিক। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিরাজগঞ্জ। পরিচিতি নম্বর ঃ ৫০০ (২০১৫ খ্রি. এর তালিকা অনুযায়ী)।

06.09.2022
ফোকাল পার্সন এর স্বাক্ষর
কে,এম শাহরিয়ার শহীদ বাপ্পী
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
সিরাজগঞ্জ।

০৬/৯/২০২২
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর স্বাক্ষর
মোঃ শাহাদৎ হোসেন প্রামানিক
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
সিরাজগঞ্জ।